BDOSN

ESDG4Bd
Enabling Sustainable Development Goals
of Bangladesh for 2030-BdOSN

Manusher Jonno Foundation

গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্প

Learn **Change** **Flourish**

খালি পাতা

এমডিজি অর্জন করার পর বাংলাদেশ এখন ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষে এগিয়ে চলছে। ১৯৯৯ সালে মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নথিভুক্তি ছিল ৩৯ শতাংশ। ২০১৭ সাল নাগাদ তা বেড়ে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবুও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অতটা আশানুরুপ নয়, আইসিটি-র মতো প্রযুক্তি খাতে যা মাত্র ১৩%। এটি উল্লেখযোগ্য যে আইসিটি খাতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই কম। ২০১৫ সালে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) জানায় যে, এর সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা মাত্র ৩%। ২০১২ সাল থেকে বিডিওএসএনসহ আরো কয়েকটি সংস্থা আইসিটি ভিত্তিক গবেষণায় মেয়েদের আরও আকৃষ্ট করতে একটি ক্যাম্পেইন শুরু করে। সে বছর নিবন্ধন কৃত নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২২%। বর্তমানে তা বেড়ে ২৯% এ দাঁড়িয়েছে। তবুও স্টার্টআপ অঙ্গনে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা এখনও খুবই কম।

এই পটভূমিতে, ইএসডিজি প্রকল্পটির লক্ষ্য আইসিটি কোর্সে প্রশিক্ষিত নারীদের ব্যবসার পরিকল্পনাসহ নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার জন্য সহায়তা করা যা ইন্টারনেট অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদীয়মান ধারণা নিয়ে ২০১৯ এর ২৭-২৯ নভেম্বর প্রথমবারের মতো গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্প (জিআইবিসি)'র আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পটি লক্ষণীয় সাড়া ফেলার পরে, ২০২০ সালের ২২-২৯ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয়বারের মতো জিআইবিসির আয়োজন করা হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের সে সমস্ত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনন্য সুযোগ, যারা বড় স্বপ্ন দেখেন এবং তাদের

আইডিয়া গুলোকে বাস্তব রূপ দিতে স্টার্ট-আপ শুরু করেন। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক আয়োজিত ২০১৭ সালে একটি পাইলট ক্যাম্প এর হাত ধরে গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্পের যাত্রা শুরু হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই বুট ক্যাম্পটির লক্ষ্য ছিল, নতুন উদ্যোক্তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করা যাতে তারা তাদের অমসৃণ যাত্রাকে মসৃণ করতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও, যে কেউ তাদের স্টার্টআপস এবং এর পিছনের গল্পগুলি জানতে পারে। মূল উদ্দেশ্যগুলো হল-

- সেই সকল মেয়েদেরকে সনাক্ত করা, যারা আগামীতে নিজেকে একজন স্টার্টআপ হিসেবে বিকশিত করতে চায় অথবা বিদ্যমান উদ্যোগকে উন্নত করতে চায়।
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে একটি উদ্ভাবনী ধারণা শুরু করা যায় এবং সেটিকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে মেয়েদের একটি ধারণা দেয়া।
- শীর্ষ ১০ টি ধারণাকে গাইড করা এবং তাদের ফলোআপ অব্যাহত রাখা।
- বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং তৈরি করা।
- ইনোভেশন এবং স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্মের সাথে মেয়েদের সংযোগ করিয়ে দেয়া।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন-

আমি ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। সেই আগ্রহ থেকেই আমি গার্লস ইনোভেশন বুটক্যাম্পে নিবন্ধভুক্ত হই। আমার যে জ্ঞান রয়েছে তা নিয়ে নতুন কিছু শুরু করার আগে আরো কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন এবং সেই চিন্তা থেকেই আমি অনুভব করেছি যে এই ক্যাম্পটি আমার জন্য আবশ্যক ছিল। তিনদিনের এই ক্যাম্প চলাকালীন যে সেশনগুলো হয়েছিলো তা আমাকে উদ্যোক্তা হওয়ার একটি সম্পূর্ণ ধারণা দিয়েছে এবং সেই সাথে কিছু বাস্তব উদাহরণ জেনেছি যা উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে। ক্যাম্পটি আমার জন্য একটি খোলা জানালার মতো ছিল যার মাধ্যমে সম্ভাবনার বিশাল আকাশের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং এরও অনেক বড় সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। এই শিবিরটি আমাকে একজন উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ক্যাম্পটি শেষ হওয়ার পরেও আমি আমার সকল অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি। নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার আলোকে, আমি আমার দক্ষতা বাড়িয়ে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তা পরিকল্পনা করছি।

Faiza Feroz

ফাইজা ফিরোজ
শিক্ষার্থী
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্প ২০১৯

Tabia Tansin Prema

তাবিয়া তানজিন প্রেমা
শিক্ষার্থী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন বুটক্যাম্প- ২০১৯

আমি তাবিয়া তানজিন প্রেমা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। বিডিওএসএন-এর সাথে আমার পরিচয় Girls innovative Boot Camp-2020 এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তিনদিন ব্যাপি এই ক্যাম্পে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। যেখানে প্রত্যেকে তাদের নিজেস্ব বিজনেস আইডিয়া শেয়ার করেন এবং একাধিক সেশনের মাধ্যমে সফল নারী উদ্যোক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেন। যেখানে বিভিন্ন সেক্টরে সফল নারী উদ্যোক্তাদের গল্প আমাকে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন সেশনের পর, আমি প্রাথমিক আইডিয়া থেকে তৈরি করি বিজনেস আইডিয়া এবং বিজনেস মডেল। তিনটি ধাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আমার আইডিয়াটি সেরা তিনটি আইডিয়া হিসেবে মনোনীত হয়। আমার এই বিজনেস আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেয়ার স্বপ্ন তখন থেকে শুরু।

বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণের পর এই আইডিয়া নিয়ে আরো গভীরে কাজ করার উৎসাহ পাই আমি। অংশ নেই বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন এবং সায়েন্টিফিক পোস্টার প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশনে। এছাড়াও ২০২০ সালের বিডিওএসএন এর উদ্যোগে আয়োজিত Ada Lovelace National Girls Idea Poster presentation এ First Runner-up হিসেবে, এবং DIU Mujib Borsho IT carnival 2020 idea Competition এ পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হই। বুটক্যাম্প থেকে যে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার আইডিয়া নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় আমাকে সাহস যুগিয়েছে এবং সফল হতে সাহায্য করেছে।

মাকসুদা খাতুন
স্বত্বাধিকারী, শাবাব লেদার
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন বুটক্যাম্প-২০১৯

আমি মাকসুদা খাতুন। আমার একটি চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান আছে। নিজের উদ্যোগকে নিয়ে সামনে এগোতে যোগ দেই ২০১৯ সালে আয়োজিত হওয়া গার্লস ইনোভেশন বুটক্যাম্পে। ক্যাম্পে একসাথে আমরা প্রায় ৩০ জন উদ্যোক্তা একই ছাদের নীচে তিনটি দিন পার করেছি। তাদের মাঝে ছিলো উদ্যোক্তা, হবু উদ্যোক্তা, ডাক্তার, প্রকৌশলীয়সহ অনেক শিক্ষার্থী যারা আমারই মত উদ্যোক্তা হতে চায়। এই আনন্দময় অভিজ্ঞতা বর্ণনাতীত। একে অপরের কাছে যে শেখার সুযোগ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তা নিজের প্রতি বিশ্বাস হাজারগুণ বেড়ে গেছে।

তিনদিন জুড়ে বিভিন্ন আইডিয়া, বিজনেস মডেল ক্যানভাস তৈরি, আইডিয়া পিচিং ছাড়াও যে সেশনগুলো আমাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল সেগুলো থেকে আমরা নানা সমস্যা সমাধানের পথের খোঁজে পেয়েছি! চলেছে অনেক আড্ডা, গল্প, পরিচয় সেই সাথে হয়েছে অনেক প্রোফেশনালদের সাথে নেটওয়ার্কিং এর সুযোগ যেটা আমাদের মত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটা পরম পাওয়া! আমার ক্ষেত্রে এটা ছিলো অন্যদের চেয়ে আরও বেশি উপযোগি, কারণ সেখান থেকে যেই নেটওয়ার্ক, টিমওয়ার্ক, রুটিন মাফিক চলা, বিজনেস মডেল এর আইডিয়া গুলো পেয়েছি তা আমার ব্যবসায়িক কাজে আরোও অনেক বেশি কার্যকরি ভুমিকা রাখছে। সেই সাথে বোনাস হিসেবে ছিলো সারা দেশের উদ্যোক্তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং ও অভিজ্ঞদের পরামর্শ কেননা গেস্ট, স্পিকার প্রত্যেকেই আমার জন্য নতুন অনুপ্রেরণার এক একটা মডেল। আর শুধু মাত্র সেশনই ছিলো না, আমরা এত মজা করতাম যে সারা দিন এর সেশন এর পরেও গল্প,আড্ডা ও গান এর মাঝে রাতে আমরা ঘুমানোর কথা ভুলেই যেতাম। আসলে আমার জীবনের অন্যরকম অসাধারণ তিনটি দিন এতটা চমৎকার হতে পারে তা আশা করি নি। ক্যাম্প থেকে যে অভিজ্ঞতা সাথে করে এনেছি তা দিয়ে এখন আমার উদ্যোগ অনেক পরিণত। বর্তমানে দেশ ছাড়িয়ে জাপান, গ্রিস, সুইজারল্যান্ড, সৌদি আরব ও চীনেও আমার পণ্য রপ্তানী হচ্ছে। এই বুটক্যাম্প আমাকে এক ধাপ এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে।

আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গার্লস ইনোভেশন বুটক্যাম্প সম্পর্কে জানতে পারি। যেহেতু আমি সবেমাত্র একজন উদ্যোক্তা হিসাবে আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছি, তাই আমি এই রকম কোনো একটা প্লাটফর্ম খুঁজছিলাম। তিনদিনের এই ক্যাম্প আমাকে প্রত্যাশার চেয়েও আরো অনেক বেশি তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল। পরপর ৩দিন সকাল ৭ টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ছিল ক্যাম্পের কার্যক্রম। ক্যাম্পটি জ্ঞান এবং আনন্দে এতটাই পরিপূর্ন ছিলো যে, আমি বুঝতে পারিনি ঠিক কিভাবে এবং কখন তিন দিন শেষ হয়ে গেলো। যখন আমরা ঘুমাতে যাচ্ছিলাম তখনও অংশগ্রহণকারীরা একসাথে ছিল এবং নাচ, গান, গল্প ইত্যাদি বিভিন্নরকম কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাতটিকে আরও আনন্দদায়ক এবং শিক্ষামূলক করে তুলেছিল। বুটক্যাম্প আমার জীবনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করছে। এই বুট ক্যাম্পে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আমি একটি লক্ষ্য স্থির করেছি এবং আমার ১০ বিঘা জমিতে একটি খামার স্থাপনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখান থেকে শিখে নেওয়া সমস্ত কিছুই কেবল ব্যবসায়েই নয় আমার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। ক্যাম্প শেষ হয়ে যাবার পরেও সেখান থেকে অর্জিত জ্ঞান এখনো আমাদের অনেক প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি আমার মতো আরও অনেক নারী উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবককে এগিয়ে আনতে এই ক্যাম্পটি বেশ কার্যকর।

মাহা রহমান
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্প ২০১৯

“মানুষ আর পশুপাখির মধ্যে তফাৎ হলো মানুষ লিখতে পারে, ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অর্জিত জ্ঞান স্থানান্তর করতে পারে।” “গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্টারপ্রেনারশিপ বুটক্যাম্প-২”-এর প্রথমদিনই Bangladesh Open Source Network (BdOSN)-এর মুনির হাসান স্যার এরকমটাই বলেছিলেন। আরও অনেক কথার ভীড়ে এটাও বলেছিলেন যে, “বুটক্যাম্প বলা হয় কারণ এখানে ঘুমানো যায় না, রাত-দিন কাজ করতে হয়” কথাটা শুনে খটকা লাগলেও তখনও ক্যাম্পের হাওয়ার তোড় কোনদিকে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম না। ২০২০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লালমাটিয়ায় BdOSN আয়োজিত বুটক্যাম্পে একরকম পালহীন সময় কাটাচ্ছিলাম। তবে জীবনে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো ঘটবার পর আমি ভাগ্যের ইয়ত্তা করতে পারি না, বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে পারা তেমনই এক ঘটনা।

বিনামূল্যে তিনদিন-দুইরাতের একটা রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্প থেকে অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারবো, এই লোভ সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না, তাই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সকাল ৭.৩০ টায় রিপোর্টিং টাইম। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে শুরু হয় ক্যাম্পের প্রথমদিন। আইডিয়া নির্বাচন থেকে শুরু করে দল তৈরি সবকিছুই ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। এরপর একে একে চলতে থাকে সেশনের ঝড়। তিনদিনে সবচেয়ে ভালো লাগার ব্যাপার হলো, এখানে ঊনিশ বছরের একটা মেয়েও যেমন উদ্যোক্তা হওয়ার খুটিনাটি নিয়ে কথা বলছেন তেমনি পঞ্চাশোর্ধ একজনও কথা বলছেন। একই সাথে অনেক প্রজন্মের মানুষ, একজন আরেকজনের দৃষ্টি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এবং ঠিক-বেঠিকও আলোচনা করছেন। সেশন স্পিকার, অংশগ্রহণকারী সহ এত অসাধারণ মানুষের সাথে কাটবে তা অভাবনীয় ছিল। উদ্যোক্তা হবার পথে তো অবশ্যই, সাথে ব্যাক্তি জীবনেও এই তিনদিন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

সামা জামিলা রহিম
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ
বুটক্যাম্প-২০২০

তিশা ফারহানা
শিক্ষার্থী
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ
বুটক্যাম্প ২০২০ (II)

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনোভেশন এবং এন্টারপ্রেনারশিপ বিভাগের শিক্ষার্থী হিসাবে, আমি সবসময় এমন উদ্ভাবনী ক্যাম্পের সন্ধান করতাম যা ভবিষ্যতের বিকাশের জন্য নতুন উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকদেরকে হাইলাইট করে। সম্ভবত এ কারণেই,ময়েদের উদ্ভাবনী বুট ক্যাম্পটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। আমি এই ক্যাম্প থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং এখন আমি এই অর্জিত জ্ঞানকে আমার নিজস্ব উদ্যোগ ‘ক্র্যাফটিক্স’ স্থাপনের জন্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। লার্নিং সেশন, প্রোফেশনালসদের সাথে নেটওয়ার্কিং সেশন, কোনো সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনের প্রয়োগে সম্পর্কে ধারণা দেয়া, আইডিয়া পিচিং সব মিলিয়ে মেয়েদের এই ক্যাম্পটি ছিল একটি সম্পূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক ইভেন্ট। আমি মনে করি যে কোনও উদীয়মান উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তার পক্ষে এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

আমি লিনজা দিপা মন্ডল। বর্তমানে আমি আমার সংগঠন হিউম্যান ফর হিউম্যান প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫ সদস্যের একটি ছোট দলের সাথে কাজ করছি। কাজ করার সময়, আমি অনুভব করি যে, আমার কাজটি আসলে সমাজের কিছু ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করা। সবাই যেহেতু একে সামাজিক কাজ হিসাবে ভাবে তাই এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেওয়ার জন্য আমাকে প্রতিকূলতার সাথে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। এর কারণ বুঝতে, আমি গার্লস ইনোভেশন বুট ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলাম এবং যেমনটা আশা করেছিলাম ঠিক তেমনই আমি আমার দক্ষতা এবং জ্ঞানের সমস্ত ফাঁকগুলি জানতে পেরেছিলাম যা আমার অজানা ছিল। এই ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি নিজেকে স্মার্ট উপায়ে কারোর সামনে উপস্থাপন করতে কিংবা পরিচয় করিয়ে দিতে পারি না। এটি অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমার চারপাশে একটি বাধা তৈরি করে। এই বুটক্যাম্পটি আমার সকল বাধা ভেঙে দিতে সাহায্য করেছিলো। এরপর থেকেই আমি অন্যদের সাথে স্বেচ্ছায় কথা বলা এবং যোগাযোগ করা শুরু করি। এছাড়াও, সেই ক্যাম্প থেকে আমি আমার সংস্থায় দু'জন নতুন সদস্য পেয়েছি যারা তাদের দক্ষতায় আমাদের প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু অবদান রেখেছে। আমার মনে হয়, এই উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা বুট ক্যাম্পটি তাদের জন্য খুবই তথ্যবহুল এবং ব্যবহারিক ছিল যারা নিজের থেকে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে চায়।

লিনজা দিপা মন্ডল
প্রতিষ্ঠাতা
হিউম্যান ফর হিউম্যান
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ
বুট ক্যাম্প ২০২০

প্রাপ্তি রাণী রায়
শিক্ষার্থী
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ
বুটক্যাম্প- ২০২০

আমি প্রাপ্তি রাণী রায়, পড়ালেখা করছি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪র্থ বর্ষে।

৮ ফেব্রুয়ারি আমার ফোনে এক অপরিচিত নাম্বার থেকে GIEBC সম্পর্কে ক্ষুদে বার্তা আসে যেখানে বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব অ্যাড্রেস দেয়া ছিল। কৌতূহল বশত ঐ ওয়েব অ্যাড্রেসের মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে আইডিয়া দেয়ার চিন্তা করি। ঠিক ওই সময় মা অসুস্থ থাকায় পারিবারিক ছোট বড় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইডিয়াটা মাথায় আসে। আমার মত অনেকের বাসায় ই বয়স্ক সদস্য অসুখে আক্রান্ত হলে অন্যদের অনেকটাই ঝক্কি পোহাতে হয়। একই সাথে ঘরের কাজ সামলানো এবং অসুস্থ বয়ঃবৃদ্ধের সেবা করতে যে হিমশিম খেতে হয় তা কমানোর একটা আইডিয়া আমার মাথায় আসে। তাৎক্ষণিক বুটক্যাম্পে আমার আইডিয়াটার সারমর্ম লিখে সাবমিট করি। শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হই এবং বাসা থেকেও অনুমতি পেয়ে পৌঁছে যাই নির্দিষ্ট দিনে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। প্রথমদিনের ব্যাতিক্রমধর্মী পরিচয় পর্ব থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত পুরো সময়টা ছিলো রোমাঞ্চকর। উদ্যোক্তা হবার পথে ক্যাম্পের প্রত্যেকটা সেশন ছিলো পথ নির্দেশক। বাজার পর্যালোচনা, ট্রেড লাইসেন্স, লোন, পুঁজি, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ফাইন্যান্সসহ আরো অনেকগুলো সেশন আমাকে আমার আইডিয়াকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এই বুটক্যাম্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা জগতের আইকনদের সান্নিধ্যে আসতে পারাটা একটা বড় সুযোগ আমার জন্য। এছাড়াও যে মেয়েরা উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখছে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিংটাও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এরকম আয়োজন সাফল্যমন্ডিত হোক, এখান থেকে উদ্যোক্তা হবার জন্য মেয়েরা নতুন করে ভাবতে শিখুক।

সোনিয়া রহমান
অংশগ্রহণকারী
গার্লস ইনোভেশন এন্ড অন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ
বুটক্যাম্প ২০২০

আমি সোনিয়া রহমান, 'গার্লস ইনোভেশন অ্যান্ড অ্যান্ট্রারপ্রেনারশীপ বুটক্যাম্প- ২০২০'-এর একজন অংশগ্রহণকারী। শুরুর কাহিনীটা না বললেই নয়। ২০১৪ সালের শেষের দিকে আমরা ৪ জন পার্টনার মিলে একটা অনলাইন ফ্যাশন হাউস খোলার সিদ্ধান্ত নেই, স্বপ্ন দেখি এটা একসময় দেশের একটা ব্র্যান্ড এ পরিণত হবে। তখনো প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছিলাম। ভাবনা অনুযায়ী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কোম্পানির নামে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে ফেলি। ওয়েবসাইটের কাজও শুরু হয়ে গেল। নিজেদের কিছু ডিজাইন নিয়ে কারিগরদের দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। এরই মধ্যে আমিসহ আরো ২ জন পার্টনার উচ্চশিক্ষা নিতে দেশের বাইরে চলে গেলাম ২০১৬ সালের মাঝামাঝি। সুতরাং, ফ্যাশন হাউসের কাজ বন্ধ থাকলো প্রায় ৩ বছর।

উচ্চশিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরেছিলাম জুলাই, ২০১৯ এর প্রথম দিকে। আমার পার্টনাররা সবাই তখন দেশে, সুতরাং, স্বপ্নটা আবার তাড়িত করা শুরু করলো আমাদের। কিন্তু সংশয় কাটছিলো না আমার। প্রথম দিককার ধাক্কাগুলো থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা থেকে কিভাবে এবার সমাধানের পথে হাঁটবো, সেটার জন্য একটা অনুপ্রেরণার খুব বেশিই দরকার ছিলো। একদিকে স্বপ্নের হাতছানি, আর অন্যদিকে বাস্তবতা। সুতরাং, ফ্যাশন হাউসের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা এবং চাকরি খোঁজা- দু'টোই চলছিলো।

কেটে গেলো ৭ মাস। এরই মাঝে আমার এক ঘনিষ্ট বান্ধবী আমাকে 'গার্লস ইনোভেশন অ্যান্ড অ্যান্ট্রাপ্রেনারশীপ বুটক্যাম্প, ২০২০' এর খোঁজ দিলো; ২৭- ২৯ ফেব্রুয়ারিতে, আয়োজন করছে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)। তারপর রেজিস্ট্রেশন এবং মুঠোফোন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নির্বাচিত হলাম। সত্যি বলতে, ক্যাম্পে থাকার উত্তেজনা যেমন কাজ করছিলো তেমনি অনেকদিন পর অনেক নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে আড়ষ্ঠতা অনুভূত হচ্ছিলো। কিন্তু সাহস করে চলে গেলাম, যেহেতু কনফার্ম করে দিয়েছিলাম আর ঐ যে বললাম, অনুপ্রেরণা দরকার ছিলো।

২৭ তারিখ নির্দিষ্ট সময়ে বুটক্যাম্প পৌঁছে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি জায়গা পেলাম ৭ জনের একটা কক্ষে; একে একে সবাই এলো আর পরিচিতি পর্ব চললো। তারপর এক একটা করে সেশন চলতে থাকলো। এই তিন দিনে পরিচয় হলো এক ঝাঁক তরুণ উদ্যোক্তার সাথে-তাদের সিংহভাগই নিজের ব্যবসা করছেন সফলভাবে, কয়েকজনেরটা আছে প্রাথমিক পর্যায়ে, আর বাকিরা ভবিষ্যত উদ্যোক্তা হওয়ার পথে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের ধারণা পেলাম এক একজন অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে; তাদের অভিজ্ঞতার কথাও শোনার সুযোগ হলো।

বিভিন্ন সেশনে অনেকজন বক্তা ছিলেন, যাদের কথায় খুবই অনুপ্রাণিত হলাম। যে কোনো উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত সে সম্পর্কে ধারণা পেলাম, উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি কাগজ-পত্র বা বৈধ বিষয় থাকে সেটা সম্পর্কে জানলাম। বক্তাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের নিজেদের জীবনের চড়াই-উতরাই সম্পর্কে গল্পের মতো করে বলে গেলেন, যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং সেটা থেকে আমি হতাশ না হবার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এছাড়াও কয়েকজন বক্তা ছিলেন, যারা উদ্যোক্তা হওয়ার পথে তাদের হোঁচট খাওয়ার, সেখান থেকে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর এবং অবশেষে সফল হওয়ার কথা টুকরো টুকরো ঘটনার উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বলেছেন। এইগুলো আমার মনে হয় আমরা যারা উদ্যোক্তা হতে চাই, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে চলার পথে দিক নির্দেশনা দিবে। আমি "গার্লস ইনোভেশন অ্যান্ড অ্যান্ট্রপ্রেনারশীপ বুটক্যাম্প, ২০২০" এর আয়োজক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, সফলতার সাথে অনুষ্ঠানটা করার জন্য।

স্বপ্না ভৌমিক
কান্ট্রি হেড
মার্কস এন্ড স্পেন্সার

মালিহা কাদির
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সহজ.কম

সামিরা জুবেরি হিমিকা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গিগাটেক

লুনা সামসুদ্দোহা
চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক লিমিটেড
ফাউন্ডার, দোহাটেক নিউমিডিয়া

রেজওয়ানা খান
ডিরেক্টর এবং প্রধান অপারেটিং অফিসার
স্টার কম্পিউটার সিস্টেম লিমিটেড

কাজি শায়লা শারমিন
সিনিয়র ম্যানেজার (এফ্ এ)
হেড, এইচ আর এবং এডমিন,
গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট (জি টি টি)

মোঃ শওকত হোসেন
ডিরেক্টর
লাইটক্যাসেল পার্টনারস

মাহমুদুল হাসান সোহাগ
চেয়ারম্যান
অন্যরকম গ্রুপ

আসিফ এম রহমান
প্রতিষ্ঠাতা, ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার,
উদ্যোক্তা, এঞ্জেল ইনভেস্টর

সায়েদা নাবিলা মাহবুব
পরিচালক
পাঠাও

আছিয়া নিলা
প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
উইমেন ইন ডিজিটাল

হাসান বেনাউল ইসলাম
স্টোরি কোচ, বেনাউল দ্যা পিপার

লাফিফা জামাল
সভাপতি, বিডব্লিউআইটি
অধ্যাপক,
ডিপার্টমেন্ট অফ রোবটিক্স এন্ড
মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট।

নাজনীন কামাল
সহ-সভাপতি, বিডব্লিউআইটি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অনুপম ইনফোটেক

নুসরাত জাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইন্টারএক্টিভ আর্টিফ্যাক্ট

শামীমা আক্তার তুলি
ফিটনেস কনসালট্যান্ট
কমব্যাট জিম

জাবেদ সুলতান পিয়াস
হেড অফ ডিজিটাল বিজনেস, প্রথম আলো

নাজিব রাফি ডিউক
হেড অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট,
ক্রিয়েটিভ আইটি

ফারহানা রহমান
হেড অফ হিউম্যান রিসোর্স, দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

ইউশরা নাসমিন
প্রতিষ্ঠাতা
ওয়ার্কস্টেশন ১০১

সৌরভ কুমার
সভাপতি
আইসেক বাংলাদেশ

ফারহা মাহমুদ তৃণা
সহ-সভাপতি, ইনভেস্টমেন্ট কমিটি, ই-ক্যাব

সেলিমা এলেন হোসাইন
এম্বাসেডর, সীড স্টার ঢাকা

উম্মে শায়লা রুমকি
ব্যবস্থাপনা পরিচাল,
দ্যা ফিজিক্যাল থেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

জাহিদুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা
চুইঝাল

তাসলিমা মিজি
প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক
লেদারিনা প্রাইভেট লিমিটেড

শারমিন আক্তার সাজ
প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক
উইবিডি

শারমিন আকতার শাকিলা
এন্ট্রোপ্রেনিউরশিপ কো-অর্ডিনেটর,
ইএমকে সেন্টার

তাহমিনা শৈলী
প্রতিষ্ঠাতা
শৈলী স্টুডিও

প্রীতি ওয়ারেসা
প্রতিষ্ঠাতা
সাহসিকা

সাজ্জাত হোসাইন
প্রতিষ্ঠাতা এবং লিড কনসালটেন্ট,
বিডিপ্রেনিউর

সাইফ হাসান
প্রোডাক্ট ম্যানেজার
উইডেভস

অংশগ্রহণকারির তালিকা-

সাবরিনা তানজিন
মানারাত ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি

ফকরুন নাহার আন্না
হোম ইকোনমিক্স কলেজ

উম্মে হানি এশা
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ

শামসুন্নাহার নয়নী
খুলনা সরকারী মহিলা
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

মুস্তানজাদা মিম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

তানজিলা আকতার প্রিয়াংকা
ইডেন মহিলা কলেজ

ফাইজা ফিরোজ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাহা রহমান
ঢাকা

রিফাত আরা জান্নাত
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
প্রফেশনালস

মাকসুদা খাতুন
আশা ইউনিভার্সিটি,
বাংলাদেশ

সুমাইয়া তাসনিম
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

সাবিহা উদ্দিন
ঢাকা সিটি কলেজ

মোসাঃ রিতিকা সানজানা
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

উম্মে তাহমিনা কবির
হোম ইকোনমিক্স কলেজ

মোসাঃ উম্মে কুলসুম পপি
বিডি এসিসট্যান্ট লিমিটেড

জোসনা বেগম
ঢাকা

সুমাইয়া আফরোজ
খুলনা ইউনিভার্সিটি
অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড
টেকনোলজি

সালমা আক্তার রিফা
ইডেন মহিলা কলেজ

অন্বেষা চাকমা
রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ

কাইফা আক্তার
ইডেন মহিলা কলেজ

ইফরিত জাহিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রুবাইয়া রেজা সোহানা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

তাবিয়া তানজিন প্রেমা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চৌধুরি সিদরাতুল মুনতাহা
মানারাত ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি

শুচিতা রহমান
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ওমরা হক আনিকা
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ

মাসুদাহ উসরাত ত্রিনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

রোকায়া আক্তার কনা
সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি

মোসাঃ জাকিয়া আক্তার মনিরা
রংপুর সরকারী কলেজ

তারমিহিম তানিয়া
ঢাকা

সুমাইয়া আফরোজ
খুলনা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

নূরে জান্নাতুল ফেরদৌসি
ইডেন মহিলা কলেজ

সামা জামিলা রহিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসরাত জাহান
সিটি কলেজ

সাবরিনা আফরিন তমা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

লিনজা দিপা মন্ডল
ইডেন মহিলা কলেজ

সায়েদা আনন্যা ফারিয়া
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নশিন সিয়ারা অদ্রি
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

কাজী আইরিন
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জান্নাতুল ফেরদৌস আমরিন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাধুরী পাল
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

রেবেকা সুলতানা
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

সেতু রানি মদক
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

শারমিন খাতুন

তাহামিনা আক্তার সাম্মি

খন্দকার কামরুন্নেসা
চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

তানহা আকতার

মোছাঃ আসমা খাতুন
আশা ফুড

আফরোজ মাহমুদা নিঝুম
বি আই এফ বি টি

আরমিন আফরোজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিরাজুম মুনিরা লোপা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সোনিয়া রহমান
জার্মানি

তাসলিমা সুলতানা

ফারিহা আকতার প্রমি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নাজমা সরকার
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নীলিমা মঞ্জুষা প্রীতি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাজিয়া আফরিন সুলতানা
মিথিল
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি

তিশা ফারহানা
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি

প্রাপ্তি রানি রায়
হাজী মোহাম্মদ দানেশ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়

রুবানা করিম
হোম ইকোনমিক্স

গুলশান আরা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

খাদিজাতুল কোবরা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
বিজনেস্ টেকনোলজি

আকিলা রহমান
বাংলাদেশ আর্মি
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
অব সায়েন্স্ টেকনোলজি

বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক

শেলটেক নিরিবিলি (১ম তলা)
২১০/২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ০১৭১৪-১১৭৪৭৮